দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৬।১।৮১
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

রাজবাড়ি : মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের একটি কক্ষে গণশিক্ষার বইগুলো দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে। —দৈনিক বাংলা

গুদামে গণশিক্ষা চলছে!

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

রাজবাড়ি, ২৬শে জানুয়ারী।— রাজবাড়ি মহকুমার গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রায় ২০ হাজার বই ৬ মাস ধরে স্থানীয় শিল্পকলা ভবনে পড়ে আছে।

মহকুমা প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী তাদের হাতে ৫০টি বই থাকার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বই রয়েছে প্রায় ২০ হাজার।

গত বছর ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে সারাদেশে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আহ্বানে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য দ্বিতীয় শান্তিপূর্ণ বিপ্লব শুরু হয়। এই কার্যক্রমকে সফল করার জন্য রাজবাড়ি মহকুমা প্রশাসন মহকুমা প্রশাসনের নিরক্ষর লোকদের অক্ষরদানের যে তথ্য দিয়েছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। মহকুমা কর্মকর্তারা বই বিতরণ না করে গুদামে রেখে দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

রাজবাড়িতে প্রায় ২০ হাজার গণশিক্ষার বই একটি অফিস ঘর থেকে স্থানান্তরের সময় শিল্পকলা ভবনে রাখা হয়। শুধু ভবনেই নয় পৌরসভার একটি ভবনে দীর্ঘদিন ধরে কয়েক হাজার বই পড়ে আছে। বইগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

অভিজ্ঞ মহল মনে করেন, মহকুমায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের বইগুলো কাগজে-কলমে দেখানো হয়েছে। তা না হলে বিতরণের এত বই এলো কোত্থেকে। গ্রাম থেকে ইউনিয়ন থানা এবং মহকুমা পর্যায়ে গণশিক্ষা বিশেষ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের সুষ্ঠ সমন্বয় না থাকার দরুন এই কার্যক্রম ব্যর্থ হতে চলেছে।

রাজবাড়ীতে ২০ হাজার বই আজো পড়ে আছে

কর্তৃপক্ষ মহকুমার নিরক্ষর লোকদের অক্ষরদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী সরকার ৮১ হাজার বই সরবরাহ করেন।

মহকুমা প্রশাসনের তথ্য অনুসারে ৫ হাজার ২৭ জন ছাত্র-শিক্ষকসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য ৬৫ হাজার ১শ ৪৭ জন নিরক্ষর লোককে অক্ষরদান করেছে। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা হচ্ছে ৫২ হাজার ৪শ ৬২ জন এবং মহিলার সংখ্যা ১২ হাজার ৬শ ৮৫ জন।

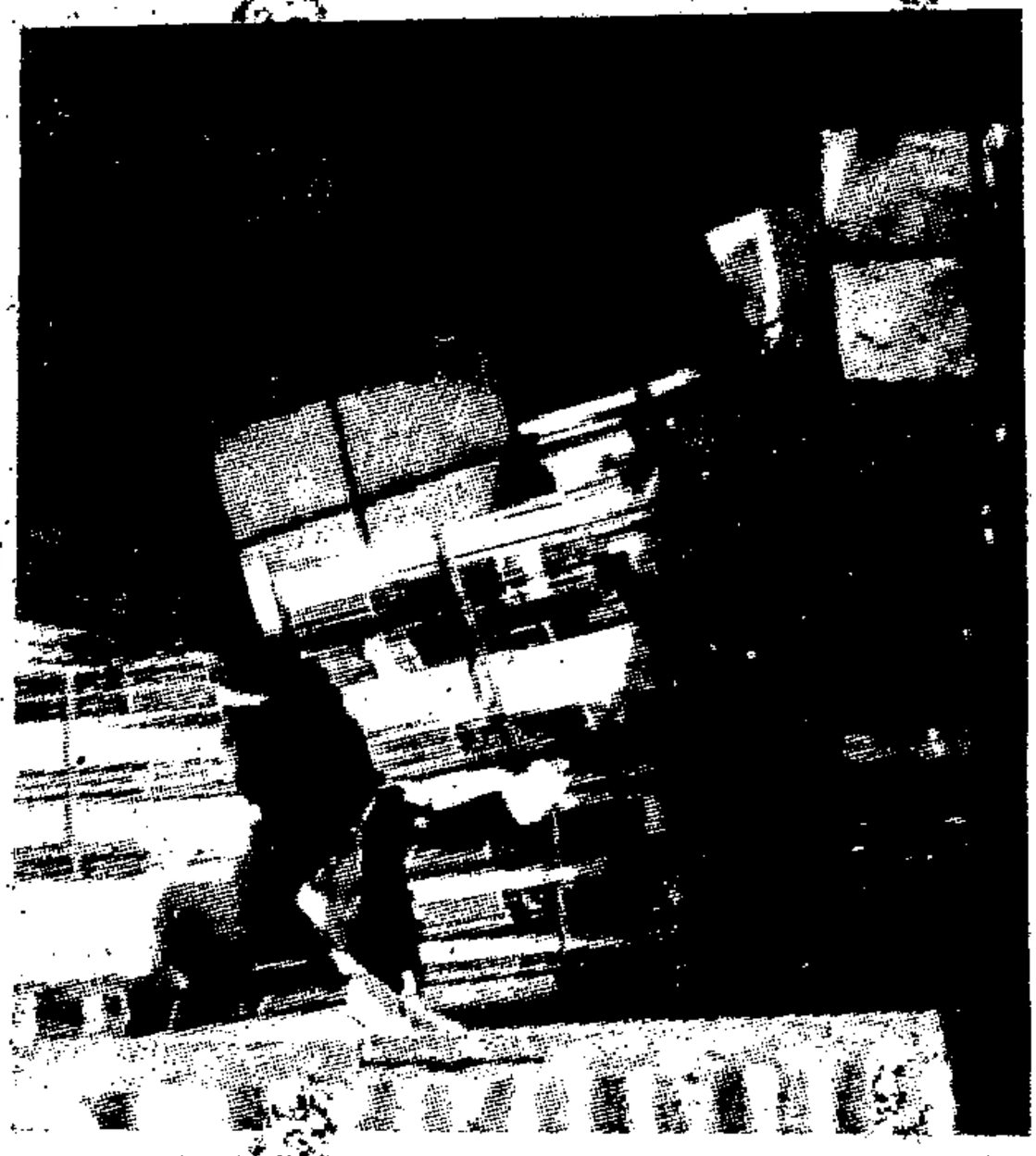

রাজবাড়ি : কক্ষের একটি জানালা খোলা। যখন যার খুশী সেই বই নিয়ে যায়। —দৈনিক বাংলা